(একটি সম্পূর্ণ সত্য ঘটনা নতুন সমালোচনায়)

ছয় দিনের

সাপে কাটা লাসের জীবন দান

অথবা

বেদের মেয়ে জরিনার কীর্ত্তি

প্রকাশক :—যামিন আলি খাঁ
সাং—সিংবেড়িয়া. পোঃ—পঞ্চগ্রাম
রচয়িতা জনপ্রিয় বহু ছড়া প্রণেতা—
শ্রীপ্রবীণ কুমার রায় (হবিগঞ্জ)
পি, কে, আর পি, নং ১১৯/৬০

জোড়া পোষ্ট কার্ড পাঠাইলে উত্তর দেওয়া হয়।

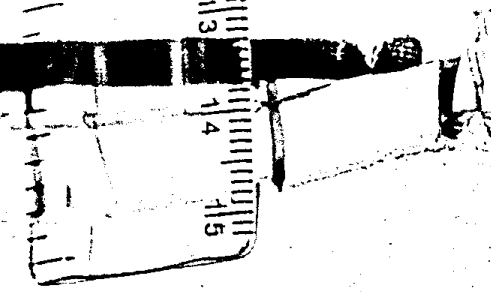

—ঃ কবিতা আরম্ভ ঃ—

এইবারে গায়ক বলে ভাই সকলে করি নিবেদন,
আশ্চর্য্য ঘটনা এক শুনেন দিয়া মন। জেলা বর্দ্ধমান ২
সবাই জানে সানপুকুর গ্রাম সেই থানেতে বসত করে
(কাজি) আকতার হোসেন নাম অতি মান্যবান ২ ধনবান
ছিল জমিদার, জহির নামে এক পুত্র ছিল যে তাহার।
এখন বলে যাই ২ শুনেন ভাই আশ্চর্য্য ঘটনা সাপ
খেলার সাপুড়ের মেয়ে নামেতে জরিনা। ছিল মাতৃ হারা
দাদীর সাথে ঘুরে, বেহুলা লখিন্দারের গানে প্রাণ যে
পাগল করে। বয়স তাহার হবে ষোল ২ হাতে ছিল
নীল কাচের চুড়ি, পরনেতে ছিল তাহার ধনেখালি শাড়ী
গলায় পুতির মালা ২ রঙ্গিলা দেখতে চমৎকার (শরীরের)
কাঁচা সোনার মত রং ছিল যে তাহার। মুখে মৃদু হাসি
২ সদা খুশী চলে হেলে দুলে, গায়ক বলে পকেট সাবধান
রাখবেন সকলে। হাতে ডুমুর বাজায় ২ ঘুরে বেড়ায়
আড় নয়নে চায়, পঞ্চ আত্মা উড়ে যায় তার চোখের
ইসারায়। (মাথায়) সাপের ঝুড়ি নিয়ে ২ খুশী হয়ে
গ্রামে গ্রামে ঘুরে, সারাদিনটা সাপ খেলিয়ে, সন্ধ্যায় আসে
ফিরে। উঠে নৌকায় গিয়া ২ যাই বলিয়া তাদের
আস্তানায় নৌকা করে এথা সেথা ঘুরিয়া বেড়ায়। সেদিন
সন্ধ্যা রাতে ২ দাদীর সাথে জরিনা সুন্দরী, গ্রাম হইতে
নিজের নৌকায় আসিল যে ফিরি। খাওয়া দাওয়া শেষে
২ যায় বাহিরে নৌকার পাছায়, দাদীর তরে এক কলকে

তামাক সাজিয়ে দিল দাদীর হাতে ২ খুশী মনেতে দাদী তামাক খায়, দাদী তখন নানারকম গল্প যে শুনায়। ছিল পূর্ণিমার রাত ২ দাদীর হাত ধরে জরিনা, এক মনে খুশী হয়ে গল্প শুনে যায়। হঠাৎ দেখে চেয়ে (মধ্য) নদী দিয়ে এক কলার ভেলা স্রোতের টানে ভেলাখানি যাইতেছে দোলা। দেখে সেই ভেলা, ২ হয় উতালা জরিনা সুন্দরী ভেলার উপর টাঙানো ছিল এক সাদা মশারী। জরিনা মনে ভাবে ২ নিশ্চয় হবে সাপে কাটা মড়া জ্যোৎস্নাতে ভেলাখানি দেখতে পাইল পুরা। সাপে কাটা মানুষ ২ দেখতে উৎসুখ হইল জরিনা, দাদী বলে যাক না ভেসে আছে কি দরকার? মানা নাহি মানে ২ খুশী মনে নিজে নৌকা ছাড়ে. মাঝ নদীতে গিয়া দেখি ভেলাখানি ধরে। ভেলাব উপরেতে ২ সত্য বটে সাপে কাটা মানুষ, চাদর দিয়া ঢাকা ছিল সুন্দর এক পুরুষ। দাদী চাদর তুলে ২ দেখে বলে বড়লোকের ছেলে বুকের উপর কাগজ একখানা নিল হাতে তুলে। জরিনা পড়ে দেখে ২ কয় দাদীকে বাড়ী সানপুকুরে. ছয় দিন আগে কাটে সাপে সঙ্গে সঙ্গে মরে। পত্রে লিখা ২ পাঠ করিল দেখে নয়ন ভরে হাজার টাকা পুরস্কার দিব যে তাহারে। যে জন বাঁচাইবে ২ সেই পাবে এই পুরস্কার, অতি স্নেহের মাণিক সম পুত্র যে আমার (শুনে) দাদী চিন্তা করে ২ তারপর জরিনাকে কয়, এই মড়া বাঁচাতে পারবো মনে

আমার হয়। তখন ছেলেটিরে ২ রাত্রি ধরে ঝাড়া ফুকা করে, ফল হলো না কিছু তাতে দাদী চিন্তায় মরে। ডাকে জরিনাকে ২ তোর চাচাকে শীঘ্র ডেকে আন, বিষধরে দংশন করেছে হয় যে অনুমান। কড়ি চালান দেবো ২ সাপ আনিব যে সাপে দংশিল, সাদা রংয়ের খাসি দরকার কোথায় পাবো বলো। দুধ চাই আধ মণ কোথায় এখন নগদ টাকা নাই, জরিনা কয় তুল বেচিব টাকার ভাবনা নাই। পরদিন দ্বিপ্রহরে হলো ২ জোগাড় হলো দুধ আর সাদা খাসি জরিনার মুখেতে তখন ফুটিল যে হাসি। একটা মাটির হাড়ি ২ মুখে তাহার কাপড় বাঁধা ছিল, ধুলা পড়া দিয়া দাদী হাড়ির মুখ খুলিল। তখন হাঁড়িখানি ২ দেখি অমনি চলিতে লাগিল মরার মাথায় গিয়া হাঁড়ি আপনি থামিল। দর্শক শত শত ২ শীলার মত থাকে দাঁড়াইয়া, কাণ্ড দেখে সবে তখন গেল অবাক হইয়া। দোহাই দিয়ে মনসার ২ বারংবার মন্ত্র বলতে থাকে ৩৬ প্রকার মন্ত্র শেষ হইল একে একে। জরিনা ছুটে এলো ২ দাঁড়াইল গলায় কাপড় দিয়া. উলঙ্গ হয়ে কোমরের সুতা ফেলিল ছিঁড়িয়া। তিনটি কড়ি নিয়া ২ মন্ত্র দিয়ে তিন দিকে ছুড়িল, কড়ি তিনটি ছুটে তখন যাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে ২ শুনতে পায় সাপের গর্জন, জরিনা উজালি মন্ত্র করে উচ্চারণ। সাপটি ছুটে এলো ২ কড়ি ছিল মাথা লেজ আর পিঠে, তিন কড়ি

টেনে আনে তাইতো এলো ছুটে। সাপটি এলো ছুটে ২ ধন্য বটে বেদের মেয়ে দর্শকগণ প্রশংসা করে আশ্চর্য্য হয়ে দাঁড়িয়ে হস্ত জোড়ে ২ স্মরণ করে আল্লা নবীর নাম, জরিনার ও ভয়ে কিন্তু কাঁপিতেছিল প্রাণ। সাপটি ছুটে এসে ভেলার পাশে ঘুরে চতুর্দিকে, তারপরে গিয়া দেখি মশারীতে ঢুকে। লাসের পা যেদিকে ২ সেইদিকে ফণা তুলে রইল ফোঁস করিয়া ছোবল একটা মারিয়া যে দিল। তারপর বাইরে এলো ২ ছুটে গেল দুধের পাত্রের কাছে, দুধের মাঝে বিষ ছাড়ে দেখি অবশেষে। দুগ্ধ কালো হলো ২ ছুটে গেল সাদা খাসির কাছে. তার মাথায় দংশন করে দেখি মহা রোষে। সে ছোবল খেয়ে ২ ছট ফটিয়ে খাসিটি তখন ধুলাতে লুটাইয়া তার গেল যে জীবন। তারপর সাপ চলে যায় ২ জরিনা যায় সেই লাসের কাছে, মশারীর ভিতরে ঢুকে দেখি অবশেষে। ঢুকে ভিতরেতে ২ পায় দেখিতে দুঃখে কাঁদে মন, জরিনা দেখিল জহির রহেছে অচেতন। (জ্ঞান) হুঁস ফিরে নাই ২ বলে সবাই কি যে হইল মাথার কাছে বসে জরিনা তিনটি কাপড় (টুকে) দিল. তারপর নাম ধরে ২ জোরে জোরে ডাকে বার বার. উঠ উঠ প্রাণের জহির উঠ এইবার। জহির জ্ঞান পাইল ২ চেতনা হইল আল্লা আল্লা বলে, মা মা বলিয়া জহির চক্ষু দুইটি মেলে। কোথায় মা আমার ২ দাদী জরিনার

মাথায় বুলায় হাত কাঁচা মাটির হাঁড়িতে জরিনা রেঁধে আনে ভাত। খাওয়ায় দুগ্ধ দিয়া ২ বেলা ডুবিয়া রাত্রি দেখ হলো, সারা রাত ধরে জরিনা শুশ্রূষা করিল। রাত্রি শেষ যখন ২ জহির তখন তাকায় ঘুমের ঘোরে, চোখের নজর পড়ে গিয়া জরিনার উপরে। জরিনা ঘোমটা টানে ২ খুশী মনে জহির চেয়ে রয়, কে তুমি সুন্দরী কন্যা জহির তখন কয়। আমি কোথায় এখন কিবা কারণ বল শীঘ্র করে কেমন করে এলাম আমি তব এত দূরে জরিনা সব বলিল ২ জহির শুনলো আশ্চর্য্য হইয়া. (বলে) প্রাণ বাঁচাইলে তুমি কন্যা যাব না ভুলিয়া শুন চন্দ্র তারা ২ হও তোমরা সাক্ষী হয়ে থেকো এই কন্যা বাঁচাইল প্রাণ তোমরা তবে দেখো। জরিনার ঋণ শোধিব ২ জীবন দিব যে জীবন বাঁচায়. হাতের আংটি খুলে জরিনার আঙ্গুলে পরায়। রাত্র ফরসা হলো ২ টেলি করলো জরিনার চাচায় সানপুকুরের জমিদার জহিরের আব্বায় (বাবায়)। টেলিগ্রাম পায় দুপুরে ২ শীঘ্র পরে চিন্তিত হইয়া, খবর পড়ে আনন্দেতে উঠে উন্মাদ হইয়া। টেলিতে লেখা ছিল ২ দেখতে পেলো অতি মহা খুশী, বেথুয়া নদীর প্রথম বাঁকে জহির তব আছে। জহির প্রাণ পেয়েছে ২ সুস্থ আছে। যখনই শুনিল, আত্মীয় স্বজন সবে ছুটিয়া আসিল। ছুটে সবে মিলে ২ নৌকা করে সঙ্গে মা আর দাদী, খোঁজ করিয়া চলে তখন সেই বেথুয়া নদী।

তারপর ধীরে
পাইল বেথুয়া
হইল ২ হৈ হৈ
প্রাণের জহির
সম্মুখে নৌকা
এলো চলি।
মায়ের পায়, ব
বকশিস দিব
দাদী বলে পুরস্ক
রক্ষা পাইল তে
মুখ দেখিতে পে
পুরস্কার. জরিন
আমি তাকে চ
জহিরে বাপ ব
টাকা ২ বাড়ী প
যে মা তাই আ
মাথা উ-চু না ক
নৌকায় গেল।
জমিদার, পাঁচ
কয় মা জননী ২
না পাইলে করব
পায় ধরিল বলে

তারপর ধীরে ধীরে ২ মেঘনা ছেড়ে ধলেশ্বরী দিয়া, খোঁজ পাইল বেথুয়া নদীর মাণিকপুরে গিয়া। রাত্র ভোর হইল ২ হৈ হৈ পড়লো জহিরের বাপ এলো, ঘুমিয়ে ছিল প্রাণের জহির জরিনায় ডাকিল। জহির উঠে দেখে ২ সম্মুখে নৌকা অনেকগুলি, ভিতর হতে বাহিরেতে তখন এলো চলি। তারপর যায় ছুটিয়া ২ পেয়ে লুটাইয়া বাপ মায়ের পায়, বাপে বলে জহিরউদ্দিন কে বাঁচায় তোমায় ? বকশিস দিব তারে (জরিনার) দাদীকে বলে জমিদার দাদী বলে পুরস্কার প্রাপ্য জরিনার। জরিনা ছিল বলে ২ রক্ষা পাইল তোমার ঐ ছেলে, তাইতো আবার পুত্রধনের মুখ দেখিতে পেলে। এসো মা জরিনা ২ চাঁদের কণা লহ পুরস্কার. জরিনা কয় চাইনা টাকা প্রাণ বাঁচাইলাম যার। আমি তাকে চাই ২ মিনতি তাই পূর্ণ করো আশা, জহিরে বাপ বলে ছাড়ো এ সব দুরাশা। লও হাজার টাকা ২ বাড়ী পাকা করে দিতে পারি, বেদের মেয়ে তুমি যে মা তাই আপত্তি করি। জরিনা কয় না কথা ২ নীচু মাথা উঁচু না করিল, ধীরে ধীরে ফিরে তখন নিজের নৌকায় গেল। কেহ হয় না রাজি ২ ধার্মিক কাজি বৃদ্ধ জমিদার, পাঁচ দিন কাটিয়া গেল। লয়না পুরস্কার বলে কয় মা জননী ২ শুন তুমি হউকনা বেদের মেয়ে জরিনাকে না পাইলে করব না আর বিয়ে। জরিনা কাছে ছিল ২ পায় ধরিল বলে আম্মাজান, জহিরেরে না পাইলে ত্যজিব

... গ্রামে। বেতুয়া নদীর জলে ২ রাত্রিকালে এই ঘটনা হলো, একমাত্র পুত্র জহির (তাইতো) বাপ, মা রাজি হলো। বাজে ঢোল আর সানাই ২ দেখতে পাই মহা ধুমধামে, আগে পাছে নৌকাগুলি চলে পুরোদমে। মধ্যে জহির জরিনা নৌকাখানা সাজায় অতি বাহার, নৌকার মাথে বেঁধে দিল চাঁদ দাদীমার। দাদী নামাজ পড়ে ২ খোদার তরে 'ওগো দয়াময়, দাম্পত্য জীবন জরিনার কর মধুময়. কবিতা শেষ আমার ২ কিনুন এইবার সর্ব শ্রোতাগণ. একখানা বই কিনে পড়ুন করি নিবেদন। আমি প্রবীন কুমার নকল আমার বহু জনা করে. নকলকারী সাবধান বলি বারে বারে! একজন নকলকারী ২ নাম তারি সুশীল কুমার দাস. প্রত্যেক বইটী নকল করে দেখি যে বদমাস। বেটা পাজি অতি ২ দুষ্টমতি শুধু নকল করে মুখে শুধু লম্বা লম্বা বুলি দেখি ছাড়ে। বিদ্যা অষ্টরম্ভা ২ বুলি লম্বা মুখটী আছে পাকা সাধারণ বই নকল করে মুখ´ ঐ বোকা। দুষ্টের লজ্জা নাই ২ দেখতে পাই অনেক বই নিয়ে, নাম করতে চায় বোকা নিজের নাম দিয়ে। তাই শ্রোতাদের ২ বারে বারে করি হুসিয়ার, রচয়িতা দেখে নিবেন লেখক প্রবীন কুমার। জানাই নমস্কার।

—সমাপ্ত—